বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর কিছু সৃষ্টি নিদর্শন

[বাংলা - bengali - البنغالية]

সংকলক : আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : মো: আব্দুল কাদের

2011- 1432

IslamHouse.com

﴿ بعض الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم ﴾

« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة: محمد عبد القادر

2011 - 1432

IslamHouse.com

কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর কিছু সৃষ্টি নিদর্শন

আলী হাসান তৈয়ব

আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হলো মহাবৈশ্বয়িক কিছু নিদর্শন, যা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের জাজ্জ্বল্য প্রমাণ বহন করে। আকাশ ও পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, লতাগুল্মসহ মহাবিশ্বের স ব কিছুই আল্লাহ তা `আলার একত্ববাদের ঘোষক এবং একমাত্র তিনিই যে ইবাদত-বন্দেগী, দু'আ-প্রার্থনা, চূড়ান্ত ভক্তি, ভয় ও ভালোবাসার পাত্র তার অকপট সাক্ষী। মহাবিশ্বের নানা বিষয়, ঘটনা ও অনুঘটনা অনুসান্ধানী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখলে বিষয়টি অত্যুজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠে । এবার আসুন তাহলে, এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা`আলা ইরশাদ করেন :

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.

তারা কি দৃষ্টিপাত করেনি আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্বে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি? আর (এর প্রতি যে) হয়তো তাদের নির্দিষ্ট সময় নিকটে এসে গিয়েছে ? সুতরাং তারা এরপর আর কোন্ কথার প্রতি ঈমান আনবে?'।[1]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন :

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

'তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোনো ফাটল নেই। আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্গত করেছি আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশ হিসেবে'।[2]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.

'তবে কি তারা উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না , কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে ? আর আকাশের দিকে, কীভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? আর যমীনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?'।[3]

আল্লাহ তা'আলার কতিপয় নিদর্শন

---

[1]. সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ১৮৫।

[2]. সূরা কাফ, আয়াত : ৬-৮।

[3]. সূরা আল গাশিয়া, আয়াত : ১৭-২০।

আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি আসমানের দিকে তাকাবে, আসমানের নিপুণ সৃষ্টি, আসমানের অপার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য এবং এর অনুমেয় উচ্চতা ও বিশালতার প্রতি লক্ষ্য করবে, সে তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও ক্ষমতাই দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا

'তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না আসমান সৃষ্টি? তিনি তা বানিয়েছেন। তিনি তার ছাদকে উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুসম্পন্ন করেছেন'।[4]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

'আর আমি হাতসমূহ দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি সম্প্রসারণকারী'।[5]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

'অতঃপর তুমি দৃষ্টি ফিরাও একের পর এক, সেই দৃষ্টি অবনমিত ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে'।[6]

আর যে যমীন তথা ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকাবে, সে দেখতে পাবে কীভাবে আল্লাহ তা `আলা একে সুগম করেছেন, এর মধ্যে আমাদের জন্য রাস্তা বানিয়েছেন, এর উপরিভাগে দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, এতে বরকত দিয়েছেন, এতে সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য এসব আহরণ করা সহজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ

'আর তার উপরিভাগে তিনি দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দিয়েছেন, আর তাতে চারদিনে প্রার্থীদের জন্য সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন'।[7]

বান্দারা যাতে রিযক অন্বেষণ করতে পারে তাই আল্লাহ তা 'আলা যমীনকে সমতল বানিয়েছেন। বান্দারা যমীনে চাষাবাদ করে, যমীন থেকে পানি বের করে তা পান করে তৃপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা যমীনকে স্থির করেছেন, তাঁর নির্দেশ ছাড়া তা নড়ে না বা কম্পিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা, তাই ইরশাদ করেন :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ

'সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে'।[8]

---

[4]. সূরা আন-নাযিয়াত, আয়াত : ২৭-২৮।

[5]. সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৪৭।

[6]. সূরা মুলক, আয়াত : ৪।

[7]. সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ১০।

[8]. সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ২০।

আল্লাহ তা 'আলার আরেক নিদর্শন তাঁর গড়া আসমান-যমীনের অসংখ্য জীব । আসমানে অসংখ্য অগণিত ফেরেশতা রয়েছেন , যার সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা `আলাই জানেন। যমীনে আল্লাহ তা 'আলা যে কত জাতের ও কত প্রজাতির জীব সৃষ্টি করেছেন , তিনি ছাড়া তা কেউ জানে না। আর এগুলোর সংখ্যা যে কত তাও কল্পনার অতীত । এসব জীব আবার নানা প্রজাতির , নানা রঙের এবং নানা ধরনের। এর মধ্যে কিছু আছে যা আমাদের জন্য উপকারী। এর দ্বারা আল্লাহর নিয়ামতের পূর্ণতা উপলব্ধি করা যায় । আবার কিছু আছে মানুষের জন্য ক্ষতিকর , এর দ্বারা মানুষের নিজের জীবনের মূল্য এবং আল্লাহর সৃষ্টির সামনে তার দুর্বলতার অনুভূতি হাসিল হয়। এসব সৃষ্টির প্রত্যেকেই কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

'সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ করে না ; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না । নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ'।[9]

পৃথিবীতে আমাদের দেখা না-দেখা এবং জানা –নাজানা যত প্রাণী আছে সকল প্রাণীর রিযকও আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

'আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযকের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে'।[10]

আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মধ্যে আরও আছে দিন-রাতের সৃষ্টি । রাতকে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সৃষ্টি করেছেন আমাদের প্রশান্তি লাভের জন্য । আমরা এতে নিদ্রা যাই এবং সারাদিনের ক্লান্তি দূর করি । আর দিনকে সৃষ্টি করেছেন জীবিকা অর্জনের জন্য। এ সময় মানুষ আপন জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকে। আল্লাহ তা`আলা ইরশাদ করেন :

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

'(তিনি) প্রভাত উদ্ভাসিতকারী। তিনি বানিয়েছেন রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরূপক । এটা সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালীর নির্ধারণ'।[11]

আমাদের ভেবে দেখা উচিত আল্লাহ তা'আলা যদি রাতের পর দিন না আনেন , তাহলে আমরা কি জীবিকা সংগ্রহ করতে পারব ? যদি এমন হয় তাহলে পৃথিবীর কোনো সরকার , কোনো পরাশক্তি, আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মহাক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট কিংবা জাতি সংঘের মহাসচিব ও কি পারবে আমাদের জন্য দিন এনে দিতে ? দেখুন আল্লাহ তা `আলা কত সুন্দর করে আমাদের কে সেকথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন :

---

[9]. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৪৪।

[10]. সূরা হূদ, আয়াত : ৬।

[11]. সূরা আনআম, আয়াত : ৯৬।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ.

'বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ রাতকে তোমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোনো ইলাহ আছে কি যে তোমাদের আলো এনে দেবে ? তবুও কি তোমরা শুনবে না?'।[12]

এই মহাবিশ্ব, এই মহা বিশ্বের সব কিছু একমাত্র আল্লাহ তা 'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তার কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। তাই একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত।

কোনো কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি

প্রিয় পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, এসব সৃষ্টির কোনোটাই কিন্তু নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। একমাত্র আল্লাহ তা`আলাই সব সৃষ্টির স্রষ্টা। ইরশাদ হয়েছে :

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ.

'তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে , না তারাই স্রষ্টা? তারা কি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে ? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না'।[13]

আমাদের যদি বলা হয় , একটি বিশাল অট্টালিকা বা একটি রাজপ্রাসাদ নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে , তাহলে আমরা নিশ্চয় এটা বিশ্বাস করব না। যদি কেউ বলে, দেখ, এই দালানটি হঠাৎ নিজের থেকে তৈরি হয়ে গেল। তবে আমরা তাকে পাগল বলবেন। তাহলে বলুন, এ বিশ্ব চরাচর, এই যে সুউচ্চ আকাশ আর সুবিস্তৃত যমীন , এই ঊর্ধ্বজগত আর নিম্নজগত কীভাবে একজন স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে? কোনো বানানেওয়ালা ছাড়া আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে ? নিশ্চয় এসবের একজন স্রষ্টা আছেন। একজন অসীম ক্ষমতাবান নিয়ন্ত্রক আছেন । হ্যা, তিনিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা`আলা।

ডারউইনের থিওরি একটি ভ্রান্ত মতবাদ

বর্তমান যুগে তথাকথিত কিছু শিক্ষিত লোক ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিওরিতে বিশ্বাস করে। মানুষ নাকি প্রথমে বানর ছিল। তারপর ক্রমবিবর্তনের ধারায় সেখান থেকে তারা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি চরম মিথ্যাচার ও বাস্তবতার ওপর মিথ্যার প্রলেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিবর্তনবাদ এমন একটি মতবাদ, যা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে । মানুষের অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ কিছুই এ চিন্তার সত্যায়ন করে না। এমন বাতুলতাপূর্ণ চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে কেউ ঈমানহারা হবেন না। এ মতবাদকে খণ্ডন করে বিজ্ঞানী ও আলেমগণ অনেক বই লিখেছেন । সেগুলো পড়লেই আ মরা বুঝ তে পারব বিষয়টি কতটা অসার ও হাস্যকর।

আল্লাহর যেসব নিয়ামতের জন্য আমাদের শুকরিয়া করা উচিত, তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো, এসব সৃষ্টিকে আমাদের অনুগত করে দেয়া । তিনি হাজার হাজার মাখলূকাত আমাদের জন্য সৃষ্টি

---

[12]. সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ৭১।

[13]. সূরা আত-তূর, আয়াত : ৩৫-৩৬।

করেছেন এবং সেগুলোকে আমাদের অনুগত বানিয়েছেন । তাই আমাদের অবশ্যই আল্লাহ তা `আলার শুকরিয়া জানানো উচিত।

অতএব আমাদের উচিত আল্লাহ তা`আলাকে ভয় করা। তিনি আমাদের হিদায়েত দিয়েছেন, আমরা যা জানতাম না তা শিখিয়েছেন, আমাদের দুনিয়া-আখিরাতে যা কল্যাণকর তার জ্ঞান ও শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন। আর যা আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম নই, যাতে আমাদের মঙ্গল নেই, তা আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ তা `আলার শুকরিয়া আদায় করা। তাঁর নির্দশ মতো জীবন যাপন করা।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন কীভাবে এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি হয়েছে । এ জ্ঞান তিনি দিয়েছেন তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে। সুতরাং আসমান-যমীনের সৃষ্টি সংক্রান্ত যে কথাই আমরা শুনি না কেন , যাচাই করে দেখতে হবে তা নবী-রাসূল দের কথার সঙ্গে মেলে কি না। যদি মেলে, তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে; যদি না মেলে তাহলে তা প্রত্যাখ্যান কর তে হবে। আর যদি এ সম্পর্কে নবী-রাসূলগণের বক্তব্য না জানা যায়, তাহলে যতদিন বিষয়টি সত্য না মিথ্যা তা নিশ্চিত হব , ততদিন এ ব্যাপারে নীরব থাকাই হবে প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

আল্লাহ তা`আলা আমাদের জানিয়েছে যে, তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মাঝখানের সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির কাজ শুরু করে দুই দিনে তিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন , তার ওপর পেরেক স্বরূপ পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন। এরপর আর দুই দিনে তাতে খাদ্য সন্নিবেশিত করেছেন । এই হলো চারদিন। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন । এটি তখন ছিল ধোঁয়ার মত । তারপর তিনি দুই দিনে সাত আসমান সৃষ্টি করেন । এই মোট ছয় দিনে আল্লাহ তা `আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তা`আলা বলেন :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

’নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন । অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন । প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে । আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব’।[14]

অন্যত্র আল্লাহ তা`আলা বলেন :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

’নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর আরশে উঠেছেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই । তিনিই

[14]. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৫৪।

আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'।[15]

আসমান-যমীনের সৃষ্টির স ঙ্গে সঙ্গে এ দুয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুই আল্লাহ তা `আলা সৃষ্টি করেছেন। যমীন থেকে পানি ও চারণভূমি বের করেছেন এবং তাতে এমনভাবে খাদ্য লুকিয়ে রেখেছেন, যা সব যুগের এবং সব স্থানের উপযোগী। যাতে খাদ্যগুলো প্রত্যেক যুগে নানা রকমের হয়, সব সময় খাদ্য কোথাও না কোথাও থাকে এবং এই খাদ্যের প্রয়োজনে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও যোগাযোগ গড়ে ওঠে। একইভাবে তিনি আসমানে চাঁদ, সূর্য ও তারকারাজি স্থাপন করে তাকে সুসজ্জিত করেছেন। এর দ্বারা মানুষ সমুদ্রে ও স্থলে পথ খুঁজে পায়। আল্লাহ তা`আলা বলেন :

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا . وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.

'তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কীভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন? আর এগুলোর মধ্যে চাঁদ সৃষ্টি করেছেন আলো এবং সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন প্রদীপরূপে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে উদগত করেছেন মাটি থেকে'।[16]

শেষ কথা

আমরা যেন কিছুতেই এ কথা ভুলে না যাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা `আলা এসব সৃষ্টিকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে আমরা একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করি; অন্য কাউকে তাঁর ইবাদতে শরীক না করি। আল্লাহ তা`আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে'।[17]

তাই আমাদের সবার কর্তব্য, আল্লাহ তা `আলার নির্দেশ মতো তাঁর ইবাদত করা এবং এসব নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ তা`আলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

'হে মুমিনগণ, আহার কর আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর'।[18]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

'অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল উত্তম রিযক দিয়েছেন, তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক'।[19]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন :

---

[15]. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৩।

[16]. সূরা নূহ, আয়াত : ১৫-১৭।

[17]. সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬।

[18]. সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭২।

[19]. সূরা আন-নাহাল, আয়াত : ১১৪।

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

'তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোর পূজা করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা কর তারা তোমাদের জন্য রিযক-এর মালিক নয় । তাই আল্লাহর কাছে রিযক তালাশ কর , তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'।[20]

আল্লাহ তা`আলা আমাদের সবাইকে তাঁর নিয়ামত সম্পর্কে জানার এবং বেশি বেশি তাঁর শুকরিয়া আদায় করার এবং ইবাদত করবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[20]. সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত : ১৭।